ধূলায় মিশাক্ যা কিছু ধূলার,
জয়ী হোক্ যাহা নিত্য।"—রবীন্দ্রনাথ।

—অসত্যের ধ্বংস এবং সত্যের জয় ভীষণে মধুরে-র বিরোধ অবসান করছে। [এটি Oxymoron এবং বিরোধাভাস দুইই। Oxymoron-এ বিরোধী শব্দদুটি সবসময়েই পাশাপাশি থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের "**ভীষণ মধুর** রোল উঠেছে **রুদ্র আনন্দে**" Byronএর "Horribly beautiful"-এর মতন Oxymoron, ঠিক বিরোধাভাস নয়।]

(xv) "ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে—
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।"
—গোলাম মোস্তাফা।

—এটি Epigram এবং বিরোধাভাস দুইই। তুলনীয়: "Child is father of the man"—Wordsworth.

(xvi) "এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান।"—রবীন্দ্রনাথ।

—(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লিখিত)

(xvii) "পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"—রবীন্দ্রনাথ।

(মোর=শিবাজীর গুরু রামদাসের)

(xviii) "মন্দমলয়ানিল বিষসম মানই মুরছই পিককুলরাবে"—
বিদ্যাপতি।

(বিরহিণী রাধার অবস্থা)

(xix) "মেছোহাটে ঢুকে **জনারণ্যের**
নির্জ্জনতার মাঝে,
গোপন চিত্তে কার নিমিত্তে
গভীর বেদনা বাজে?"—যতীন্দ্রনাথ।

—কবি হাট করতে আসেন নাই; এসেছেন বিক্রীর জন্য 'ডাঙার প্রবাসে' আনা 'জলের দুলাল'-দের দেখতে। তাদেরই জন্য কবির বেদনা। এই অনুভবের অতলে হাটের মানুষগুলো তলিয়ে গেছে। তাই জনারণ্য কবির কাছে 'নির্জ্জন'।

(xx) "ওগো তরুণী…
মনে বুঝবে, **সেদিন তুমি ছিলে না তবু ছিলে**—

নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে
যবনিকার ওপারে ॥"—রবীন্দ্রনাথ।

—'সেদিন'=সুদূর অতীতকালে। তরুণী চিরন্তনী অর্থাৎ যৌবনস্বপ্ন যুগে যুগে এক, কালান্তরে তার রূপান্তর হয় না: এইখানেই স্থূলাক্ষর অংশের বিরোধের অবসান।

(xxi) "শিশিরঝরা কুন্দফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা!"—রবীন্দ্রনাথ।

(xxii) "হেলা করি চলি গেলা
বীর। **বাঁচিতাম** সে মুহূর্ত্তে **মরিতাম**
যদি—" —রবীন্দ্রনাথ।

—'বাঁচিতাম'=পুরুষ অর্জ্জুন নারী চিত্রাঙ্গদা আমাকে হেলা ক'রে চ'লে গেল এই অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেতাম।

(xxiii) "কালোবাজারে ঘুরে ঘুরে হাত ফর্সা করেছে, চেহারা করেছে সুন্দর।" —জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

১৭। *বিভাবনা*

বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তির নাম **বিভাবনা**।

বিভাবনায় কার্য্যকারণের এই যে বিরোধ, এ কিন্তু বাস্তব নয়; যেহেতু "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ" অর্থাৎ কারণহীন কার্য্য সম্ভব নয়। **এতে প্রসিদ্ধ কারণ থেকে কার্য্য হচ্ছে না এইটুকু দেখিয়ে অন্য একটি কল্পিত কারণের সাহায্যে কার্য্যসিদ্ধি করা হয়; ফলে বিরোধের অবসান হ'য়ে যায়।** এই **নতুন কারণটি উল্লিখিত থাকতে পারে,** আবার **নাও থাকতে পারে।** কারণের উল্লেখে হয় **উক্তনিমিত্তা বিভাবনা,** অনুল্লেখে **অনুক্তনিমিত্তা বিভাবনা।**

(i) 'সুরাপান বিনা মত্ততা তনুমনে,
সীমাহীন শোভা দেহে বিনা আভরণে,
অতন্দ্র আঁখি মেদুর স্বপনমেঘে—
বালা নহে আর, যৌবন তার জীবনে উঠেছে জেগে।'—শ. চ.

—মত্ততা, শোভা এবং স্বপন কার্য্য; এদের প্রসিদ্ধ কারণ যথাক্রমে সুরাপান, আভরণ এবং তন্দ্রা। কারণাভাব এবং কার্য্যের যে বিরোধ তার মীমাংসা

হয়েছে নতুন একটি কারণের সাহায্যে। সে কারণ যৌবন এবং তা উক্ত হয়েছে।

(ii) "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
বিনা বাতে নিবে গেল মঙ্গল প্রদীপ।" —অমৃতলাল।
(আশুতোষের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)

—বজ্রাঘাত, ইন্দ্রপাত এবং দীপনির্ব্বাণ এই কার্য্যগুলির প্রসিদ্ধ কারণ যথাক্রমে মেঘ, কল্পান্ত (ইন্দ্র দেবরাজের নাম নয়, উপাধি। এক এক ইন্দ্রের স্থিতিকাল এক এক কল্প। এখানে 'অকস্মাৎ'-এর অর্থ কল্পান্তের অভাব) এবং বায়ু। প্রসিদ্ধ কারণের অভাবেও কার্য্যগুলির উৎপত্তি হওয়ায় কার্য্যকারণের যে বিরোধ হয়েছে, তার সমাধান আশুতোষের মৃত্যুর আকস্মিকতায়। নতুন কারণটি এখানে উল্লিখিত নাই।

(iii) 'মেঘ নাই তবু অঝোরে ঝরিল জল,
ফুল ফুটিল না আপনি ধরিল ফল ;—
স্বপনেও কভু ভাবি নাই, প্রিয়তম,
এমনি করিয়া সহসা আসিয়া নয়ন জুড়াবে মম !'—শ. চ.

(iv) "সে এল না, এল তার মধুর মিলন ;
দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন ?
চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর ?"—রবীন্দ্রনাথ।

—যৌবনবেদনার ঋতু বসন্তে আবির্ভূতা এই কবিপ্রিয়া অশরীরিণী। মিলন, চুম্বন, দৃষ্টি সবই ভাবলোকে ; তাই স্থূল কারণ 'সে', 'অধর', 'নয়ন' বিনাই এসব সম্ভব হয়েছে।

[দীননাথ মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় বিভাবনার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করেছেন—

"মরে নর কালফণী-নখর-দংশনে ,—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ।"

—ফণি-দংশন নাই, জ্বালা আছে অর্থাৎ কারণ নাই, কার্য্য আছে ; বিরোধের অবসান হচ্ছে যে কল্পিত কারণের দ্বারা সে হ'ল 'হেরি' ("শুধু হেরিয়াই প্রাণজ্বালা"—দীননাথ) ; অতএব বিভাবনা। কিন্তু এখানে বিভাবনা মোটেই নাই : প্রসিদ্ধ কারণের অভাবে তারই কার্য্যটিকে সিদ্ধ

করে কল্পিত কারণ; এখানে প্রসিদ্ধ কারণ দংশনের ফল মৃত্যু ("মরে নর") আর দীননাথের কল্পিত কারণ দর্শনের ("হেরিয়া") ফল জ্বালা; **এ অবস্থায় বিভাবনা হয় না।** ফণি-দর্শনে জ্বালা অর্থাৎ কারণ আর কার্য্যে বৈষম্য; অতএব বিষম অলঙ্কার যে বলব তাও পারি না; বাদ সাধছে 'কাম' কথাটি, বেণীকে পূর্ণগ্রাস ক'রে 'ফণী' যে অতিশয়োক্তি সৃষ্টি করেছিল তাকে ধ্বংস ক'রে সুন্দরীদের বেণীকেই প্রাধান্য দিয়ে। সুন্দরীদের বেণী দেখে পুরুষের কামার্ত্তি স্বাভাবিক ব'লে 'হেরি' আর 'জ্বালা'-য় কোনো বৈষম্য নাই।

(v) "এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ॥" —চণ্ডীদাস।

অনুরাগের স্বসংবেদ্য দশায় বিষয় ইন্দ্রিয়ের পথে আসে না। এইখানে বিরোধের অবসান।

১৮। বিশেষোক্তি

কারণ-সত্ত্বেও যেখানে কার্য্য বা ফলের অভাব হয়, সেখানে হয় **বিশেষোক্তি।**

বিশেষোক্তিতে কার্য্যাভাব, কিন্তু কার্য্যের বিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটে।

(i) 'দেহ দগ্ধ করি তার শক্তি তুমি পারনি নাশিতে—
কন্দর্প ভুবন জয় করে, শম্ভু, হাসিতে হাসিতে।'—শ. চ.

—দহন কারণের কার্য্য শক্তিনাশ। এখানে কারণ রয়েছে, কিন্তু তার ফল নাই। অবলীলায় ভুবনজয় শক্তিহীনতার বিপরীত। এই বিরোধেই অলঙ্কার।

(এইজাতীয় ফলকে বিশ্বনাথ "অচিন্ত্যনিমিত্তম্" বলেছেন, যেহেতু এই-প্রকার বিপরীত কার্য্যের উৎপত্তি কেমন ক'রে হয় তা চিন্তা করা যায় না।)

"পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বমাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!"

—এখানে কিন্তু বিশেষোক্তি অলঙ্কার নাই।

(ii) **"মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,……**
কহ মোরে সর্ব্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্যনাম।
নারদ কহিলা ধীরে—অযোধ্যার রঘুপতি রাম!"—রবীন্দ্রনাথ।

—ঐশ্বর্য্য, দৈন্য, সম্পদ্, বিপদ্—এই কারণগুলির ফল যথাক্রমে ঔদ্ধত্য, নতি, সাহস, ভয়। কিন্তু এগুলি না ঘ'টে ওদের বিরুদ্ধ ফল নম্রতা, নতিহীনতা, ভয় এবং নির্ভীকতার উৎপত্তি দেখা যাচ্ছে। এর কারণ এই যে যাঁর মধ্যে এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে তিনি 'রঘুপতি রাম'—এইখানেই বিরোধের অবসান।

(iii) "পরিশেষে বৃদ্ধকাল কালের অধীন।.....
আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ, কিন্তু তাহে শব্দ নাহি ধায়॥"—ঈশ্বর গুপ্ত।

—কারণ চক্ষু এবং কর্ণ-সত্ত্বেও যে তাদেব কার্য্য হচ্ছে না তার নিমিত্ত 'বৃদ্ধকাল'। এটি **উক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তির** উদাহরণ।

(iv) "দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার।" —কৃত্তিবাস।

—এখানে অন্ধকারনাশরূপ কার্য্যের প্রসিদ্ধ কারণগুলি-সত্ত্বেও কার্য্য হচ্ছে না, কার্য্যকারণের এই আপাতবিরোধের অবসান হচ্ছে শেষ পঙ্‌ক্তির দ্বারা।

(v) "যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ,
অনল আমাবে নাহি দহে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মরণ যে বাসে ভয়
কালা যার হিয়ামাঝে রহে॥"

১৯। অসঙ্গতি

কার্য্য এবং কারণ যদি ভিন্ন আশ্রয়ে থাকে, তাহ'লে **অসঙ্গতি অলঙ্কার** হয়।

বিরোধ অলঙ্কারে পরস্পরবিরোধী পদার্থদুটি থাকে একই আশ্রয়ে বা অধিকরণে; 'শীতল' এবং 'অনলসমান' দুইই 'যমুনা-জল'। কিন্তু অসঙ্গতিতে পৃথক্ অধিকরণে থাকে কারণ এবং কার্য্য। পদে সর্পাঘাতের ফলে যদি চোখে তন্দ্রা আসে, তাহ'লে অলঙ্কার হবে না দুটি কারণে: প্রথম, পদ এবং চক্ষু ভিন্ন স্থান হ'লেও একই দেহের অঙ্গ; দ্বিতীয়, চমৎকারিতার অভাব। মনে রাখা উচিত যে চমৎকারিত্বসৃষ্টিই এইজাতীয় সকল অলঙ্কারের বিশিষ্ট লক্ষণ।